উপস্থাপিত উদ্ভাবনী ধারণা/উদ্যোগের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক	প্রস্তাবক	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণার নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	প্রত্যাশিত সুফল	সম্ভাব্য খরচ	মন্তব্য
১.	জনাব মনজুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার, উপপরিচালক, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়	ওজন বন্ধু	কাঁচাবাজারে সাধারণ ক্রেতাদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত স্থানে ওজন পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা যেতে পারে। বাজার সমিতির সাথে যৌথভাবে এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে ডিএনসিআরপি এটি ক্রয় করবে ও স্থাপন করবে। প্রাথমিকভাবে ঢাকা শহরের বড় বাজারগুলিতে এটি স্থাপন করা যেতে পারে। প্রতিটি যন্ত্রের জন্য আনুমানিক ব্যয় এক লক্ষ টাকা।	জনগণ তাদের ক্রয়কৃত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের পরে পরিমাপ করে দেখতে পারবেন।	৫,০০,০০০	
২.	জনাব মোহাম্মদ কাজী ফয়সাল, উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ডিএনসিআরপি	ডিএনসিআরপি'র সকল দপ্তর ও কর্মকর্তার জন্য স্থায়ী মোবাইল নম্বর	অধিদপ্তরের সকল দপ্তর প্রধান ছাড়াও প্রতিটি পদের জন্য স্থায়ী কর্পোরেট মোবাইল নম্বর চালু করা যেতে পারে। মহাপরিচালক হতে শুরু করে সকল পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, পরীক্ষক, অভিযোগ কেন্দ্রে দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এ নম্বর প্রদান করা যেতে পারে। এ নম্বরটি স্থায়ীভাবে দাপ্তরিক যোগাযোগের নম্বর হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। কর্মকর্তাগণ সরকারি দায়িত্ব পালনে অফিসের বাইরে অবস্থান করলেও সেবাগ্রহীতাগণ তাদের সাথে সহজে যোগাযোগ করতে পারবেন। কর্মকর্তাগণ বদলী হলেও নম্বর পরিবর্তন হবে না, এতে তাদের সাথে দাপ্তরিক যোগাযোগ যেমন সহজ হবে তেমনি সেবাগ্রহীতাগণ এর সুফল পাবেন। কর্পোরেট নম্বরের আন্তঃসংযোগ রেট কম বিধায় কম খরচে দাপ্তরিক যোগাযোগ করা যাবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে আপাতত ১২০ টি সংযোগ (সিম) প্রয়োজন হবে। এর মূল্য ২৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) টাকা। প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি খাত হতে এ ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে। অফিস সরঞ্জাম খাত হতে প্রকল্পের জন্য মোবাইল সেট ক্রয়ের ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে।	দপ্তরের স্থায়ী নম্বর হিসাবে পরিগণিত হবে। মাঠ পযায়ের কর্মকর্তাদের প্রচুর সময় দপ্তরের বাইরে অবস্থান করতে হয় বিধায় সেবাগ্রহীতাগণ এসব নম্বরে সহজেই তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে।	২৪,০০০	
৩.	জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম, উপপরিচালক, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়	আদর্শ পরিমাপক সরবরাহ	জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত এবং বাজারে মনিটরিং কাজ পরিচালনার জন্য আদর্শ পরিমাপক ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু অধিদপ্তরের আদর্শ পরিমাপক না থাকায় ব্যবসায়ী/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত পরিমাপকের গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপ করা কষ্টসাধ্য। এমতাবস্থায়, প্রতিটি বিভাগীয় ও জেলা অফিসে এক সেট ওজন পরিমাপক (২০ গ্রাম - ৫ কেজি, প্রতিটি পরিমাপক ১ টি করে এবং তরল পরিমাপের জন্য এক সেট আদর্শ পরিমাপক) সরবরাহ করা যেতে পারে। সম্ভাব্য মূল্য: প্রতি সেট পরিমাপকের আনুমানিক মূল্য চার হাজার টাকা হতে পারে।	মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ আত্মবিশ্বাসের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।	৪,০০,০০০	

<table>
<tr><th>ক্রমিক</th><th>প্রস্তাবক</th><th>উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণার নাম</th><th>উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ</th><th>প্রত্যাশিত সুফল</th><th>সম্ভাব্য খরচ</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td rowspan="2">৪.</td><td rowspan="2">জনাব খোন্দকার আনোয়ার হোসেন, উপপরিচালক, বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়</td><td>কর্মকর্তাদের জন্য স্থায়ী সংযোগ সরবরাহ</td><td>কর্মকর্তাদের জন্য সরকারিভাবে কর্পোরেট সিমসহ মোবাইল সেট সরবরাহ করা যেতে পারে। এতে জনগণ স্থায়ী নম্বর পাবে, উপকৃত হবে।
সম্ভাব্য মূল্য: সিমপ্রতি ২০০ টাকা ও সেট প্রতি ১০,০০০ টাকা</td><td>কর্মকর্তাবৃন্দ স্থায়ী নম্বর পেলে জনগণ উপকৃত হবে।</td><td>১০,২০,০০০</td><td></td></tr>
<tr><td>ভোক্তা-অধিকার বিষয়ক বিলবোর্ড স্থাপন</td><td>জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রাজধানী, বিভাগীয় শহর, জেলা শহর ও উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভোক্তা-অধিকারের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিলবোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে।
সম্ভাব্য খরচ:
<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>স্থান</th><th>একক</th><th>এককমূল্য</th><th>মোট মূল্য</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>রাজধানী</td><td>১০</td><td>৩,০০,০০০</td><td>৩০,০০,০০০</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>বিভাগ</td><td>২১</td><td>২,০০,০০০</td><td>৪২,০০,০০০</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>জেলা</td><td>৫৬</td><td>১,৫০,০০০</td><td>৮৪,০০,০০০</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>উপজেলা</td><td>৪৫০</td><td>৫০,০০০</td><td>২,২৫,০০,০০০</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>মোট</td><td>৩,৮১,০০,০০০</td></tr>
</table></td><td>জনগণ ভোক্তার অধিকার সম্বন্ধে আরও জানতে পারবে; অধিকার লঙ্ঘিত হলে কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে তাও জানতে পারবে।</td><td>৩,৮১,০০,০০০</td><td></td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>জনাব অপূর্ব অধিকারী, সহকারী পরিচালক, রাজশাহী জেলা কার্যালয়</td><td>ভোক্তা-অধিকার সংক্রান্ত অনলাইন প্রশিক্ষণ</td><td>সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি/আধা-সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান/ কর্পোরেশন, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অবহিতকরণের লক্ষ্যে অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুকরণের ব্যবস্থা করা।
আইনের বাইরে যদি সহজভাবে এ সংক্রান্ত অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় তবে ভোক্তাগণ তাদের অধিকার সম্বন্ধে আরও সচেতন হবেন।
সম্ভাব্য ব্যয়: এক লক্ষ টাকা</td><td>কেউ চাইলে সহজে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন সম্বন্ধে জানতে, শিখতে ও বুঝতে পারবে।</td><td>১,০০,০০০</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">৬.</td><td rowspan="2">জনাব ফাহমিনা আক্তার, সহকারী পরিচালক, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়</td><td>অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা মূল্যায়ন</td><td>অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সেবাপ্রার্থীদের প্রদত্ত সেবার মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে একটি ফরম প্রস্তুত করা যেতে পারে বা সন্তুষ্টির মাত্রাসূচক বিভিন্ন টোকেন প্রস্তুত করে সেবাগ্রহীতাকে প্রদান করা যেতে পারে। সেবাগ্রহীতাগণকে প্রাপ্ত সেবা সম্বন্ধে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।</td><td>কর্মকর্তাগণ তাদের প্রদত্ত সেবার মান উন্নীত করতে পারবেন</td><td>৫,০০০</td><td>আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদানে কর্মকর্তাদের অনুপ্রাণিত করবে।</td></tr>
<tr><td>অভিযোগ সংখ্যা অবহিতকরণ</td><td>অভিযোগ দাখিলের সাথে সাথে প্রাপ্ত অভিযোগের প্রাপ্তি স্বীকারসহ অভিযোগ সংখ্যাটি (নাম্বার) অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে।</td><td>এতে দাখিলকৃত অভিযোগ খুঁজে বের করতে অভিযোগকারীকে বেগ</td><td>অতিরিক্ত খরচ নেই, ব্যবস্থাপনার</td><td></td></tr>
</table>

ক্রমিক	প্রস্তাবক	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণার নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	প্রত্যাশিত সুফল	সম্ভাব্য খরচ	মন্তব্য
				পেতে হবে না। সেবার মান উন্নয়ন এবং সেবাগ্রহীতার সময়, খরচ ও ভ্রমণ সংখ্যা হ্রাসের জন্য উদোগটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।	উন্নয়নের মাধ্যমে এ সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব।	
		অভিযোগ দায়ের সহজিকরণ	অভিযোগকারীকে বসে লেখার সুবিধা প্রদান, প্রয়োজনীয় কাগজ কলম ও ফটোকপির সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের সহজীকরণ করা যেতে পারে।	এ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হলে অভিযোগকারীকে অভিযোগ দাখিলের জন্য একাধিকবার অধিদপ্তরে আসতে হবে না; তাদের সময় ও খরচ সাশ্রয় হবে, অভিযোগ দাখিলের হার বাড়বে, জনসেবা নিশ্চিত হবে।	অতিরিক্ত খরচ নেই, বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা পুনঃবিন্যস্ত করে এ সেবা চালু করা সম্ভব।	
		সেবাপ্রার্থীদের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ	অধিদপ্তরে আগত সেবাপ্রার্থীদের জন্য রিসিপশনে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাসে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হতে পারে।	জনগণ প্রয়োজনে বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারবে। অফিস সেটআপ পরিবর্তনের সময় বিষয়টি বিবেচনার সুযোগ রয়েছে।	৬০,০০০	
		অধিদপ্তরে কক্ষ নির্দেশক ম্যাপে স্থাপন	অধিদপ্তরের প্রবেশমুখে বিভিন্ন কক্ষের লোকেশন নির্দেশক ম্যাপ স্থাপন করা যেতে পারে।	এর ফলে অধিদপ্তরে আগত সেবাগ্রহীতাগণ সহজেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে খুঁজে পাবেন। সেবাগ্রহীতার সুবিধার্থে এ উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করলে ভোক্তা সাধারণ উপকৃত হবে।	সম্ভাব্য খরচ: এ ধরনের একটি লোকেশন ম্যাপ প্রস্তুত পিভিসি স্টিকারে প্রিন্ট ও স্থাপন করতে তিন হাজার টাকা দরকার হতে পারে।	
৭.	জনাব সুচন্দন মন্ডল, সহকারী পরিচালক, ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়	ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের	ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং উপজেলা ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাবৃন্দকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের উপর দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এ ব্যাপারে তাদের সচেতন করে তোলার মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ সহজতর করা যেতে পারে। এ সেন্টারগুলি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ অবস্থিত হওয়ায় এর মাধ্যমে সহজেই জনগণ ভোক্তা হিসাবে তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হলে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। সেবাকেন্দ্রে আইনের সারসংক্ষেপ ব্যানারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমনঃ অত্র এলাকার আনসার ভিডিপি'র প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আইনটি উপস্থাপনের সুযোগ রয়েছে।	এজন্য এসব ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।	২,০০,০০০	

ক্রমিক	প্রস্তাবক	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণার নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	প্রত্যাশিত সুফল	সম্ভাব্য খরচ	মন্তব্য
৮.	জনাব মোঃ শাহ শোয়াইব মিয়া, সহকারী পরিচালক, বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়	ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ	জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা যেতে পারে। কর্মকর্তাগণ স্কুল-কলেজ-হাট-বাজার ও অন্যান্য স্থানে জনসচেতনতামূলক সভা করার সময় এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে প্রচার সহজতর ও আর্কষনীয় হবে। এছাড়া ল্যাপটপগুলি দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা যাবে। ৮০ সেট ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রয়োজন হবে।	ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের প্রচার, অধিদপ্তরের প্রচার সহজতর হবে। দপ্তরগুলির আইসিটি সক্ষমতা বাড়বে।	১,৬০,০০,০০০	এখন সকল বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর আছে। মাঠে ঘাটে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহারের সুযোগ নেই। তবে জেলা কাযালয়ে অনুষ্ঠিত সচেতনতামূলক সভাতে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করা যেতে পারে।
৯.	জনাব শাহনাজ সুলতানা, সহকারী পরিচালক, প্রধান কার্যালয় ও জনাব মোঃ সোহেল শেখ, সহকারী পরিচালক, ফরিদপুর জেলা কার্যালয়	ই-ক্ষতিপূরণ	ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ অনুসারে অভিযোগকারী ভোক্তা জরিমানা হিসাবে আদায়কৃত অর্থের ২৫% ক্ষতিপূরণ হিসাবে পেয়ে থাকেন। জরিমানার অর্থ পরিশোধের জন্য ৫ কর্মদিবস সময় প্রদানের বিধান রয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনেক সময় আদেশ প্রদানের দিনে জরিমানার অর্থ পরিশোধ না করে পরবর্তীতে এ অর্থ পরিশোধ করেন; আবার চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করলে তা ব্যাংক হিসাবে জমা হতে কয়েকদিন সময় লাগে। জরিমানা বাবদ আদায়কৃত অর্থের ২৫% নেওয়ার জন্য অভিযোগকারীকে আবার অধিদপ্তরের অফিসে আসতে হয়, যা তার জন্য সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাপেক্ষ। এমতাবস্থায়, জরিমানা বাবদ আদায়কৃত অর্থের মধ্যে অভিযোগকারীর প্রাপ্য ২৫% অর্থ নগদ পরিশোধের সুযোগের পাশাপাশি তার ব্যাংক হিসাব/ মোবাইল একাউন্টে প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।	অভিযোগকারীকে বারবার সরকারি অফিসে আসতে হবে না বিধায় তার সময়, খরচ ও ভ্রমণ সংখ্যা কমিয়ে আনবে।	অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন নেই	বিদ্যমান আইনী কাঠামোর মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব, বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত কোন খরচের দরকার হবে না, কিন্তু সেবাগ্রহীতার সময়, খরচ ও ভিজিট হ্রাস পাবে।
১০.	জনাব সিকদার শাহীনুর আলম, সহকারী পরিচালক, খুলনা জেলা কার্যালয়	ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি	ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করা এবং ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘিত হলে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি মুঠোফোনে ক্ষুদে বার্তা আকারে প্রেরণ করা যেতে পারে। প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার এ ধরণের বার্তা প্রেরণ করা প্রয়োজন। দেশে বর্তমানে দশ কোটির বেশি মোবাইল ফোন গ্রাহক রয়েছেন। ক্ষুদেবার্তা প্রেরণের খরচ দিয়ে এত গ্রাহককে বার্তা প্রেরণ দুরূহ। বিটিআরসি/বিটিআরএ – এর মাধ্যমে বিনা খরচে জনস্বার্থে বার্তা প্রেরণ করা যেতে পারে।	জনগণ ভোক্তা হিসাবে তাদের অধিকার সম্পর্কে এবং অধিকার ক্ষুন্ন হলে প্রতিকার প্রাপ্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে পারবে।	খরচ নেই	বিটিআরসি/বিটিআরএ- এর মাধ্যমে বিনা খরচে জনস্বার্থে বার্তা প্রেরণ করা যেতে পারে।
১১.	জনাব শাহনাজ সুলতানা, সহকারী পরিচালক প্রধান কার্যালয় ও জনাব মোঃ আছাদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, কুমিল্লা জেলা কার্যালয়	ফেসবুকের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ	জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে অভিযোগ গ্রহণের একটি লিঙ্ক (http://online.forms.gov.bd) রাখা যেতে পারে। সেবাগ্রহীতা ভোক্তাগণ ঐ লিঙ্কে ক্লিক করে সরাসরি অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের পাতায় যেতে পারবেন।	সংক্ষুব্দ ভোক্তা সহজে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।	খরচ নেই	অধিদপ্তরের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে অনলাইনে অভিযোগপত্র দাখিলের সাথে সংযোগ প্রদান করা যেতে পারে।